দৈনিক ইত্তেফাক

২

তারিখ 26 JUL 1996
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

বিজ্ঞান মেলা শুধুই কি আনুষ্ঠানিকতা

শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের উদ্ভাবনী শক্তি বিকশিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সন থেকে প্রতি বছর সারাদেশে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালিত হয়ে আসছে। বছরের শেষের দিকে জেলা পর্যায়ে এবং পরের বছরের প্রথমদিকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালিত হয়। বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তৃতা, সেমিনার ও বিজ্ঞান মেলার আয়োজনের মাধ্যমেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ বলতে সাধারণ লোকজন বিজ্ঞান মেলাই বুঝে থাকেন। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে মূলতঃ সবারই দৃষ্টি থাকে বিজ্ঞান মেলা বা প্রদর্শনীর দিকে। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত ১৯টি সফল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে জেলা পর্যায়ে দুটি গ্রুপে মোট ১৯×৬৮×২=২৫৮৪ জন শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দুটি গ্রুপে ১৯×২=৩৮ জন শ্রেষ্ঠ তরুণ বিজ্ঞানী পদকে ভূষিত হয়েছে।

জাতীয় বিজ্ঞান মেলা পালনের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ (ক) বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন বাস্তবধর্মী ধারণা দিয়ে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে বিজ্ঞান অনুরাগ ও বিজ্ঞান সাক্ষরতা সৃষ্টি এবং বিজ্ঞানের সুফল দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের জন্যে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা। (খ) শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনীমূলক কাজে আগ্রহ সৃষ্টি ও তাদের সুপ্ত প্রতিভার উন্মেষে সহায়তাদান এবং (গ) দেশীয় সম্পদের সাহায্যে স্বল্পমূল্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক আমাদানীর বিকল্প লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উদ্ভাবক ও অন্যদের সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে সকল বয়সের ব্যক্তিই অংশগ্রহণ করে থাকে। তবে প্রদর্শনী বা মেলাতে প্রতিযোগিতায় শুধু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-এর তরুণ-তরুণীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। এ প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে সকল থানার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের সদস্যবৃন্দ এবং সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে থাকে। ইহাছাড়াও বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের চেয়ারম্যানের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মীরা বিশেষ প্রকল্প হিসাবে কেন্দ্রীয় মেলায় প্রদর্শন করে আসছে। উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, সমমানের বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা জুনিয়র গ্রুপ এবং কলেজ-এর ছাত্র-ছাত্রীরা, বহিরাগত তরুণ-তরুণীরা এবং সমমানের বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের সদস্যরা সিনিয়র গ্রুপ-এর প্রতিযোগী হিসাবে অংশগ্রহণ করে। জেলা পর্যায়ে দুটি গ্রুপের দুইজন শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক প্রতিযোগীর উদ্ভাবিত প্রকল্পসমূহের (ক) মৌলিকতা/স্থকীয়তা, (খ) গবেষণা, নিরীক্ষা ও নতুন তথ্য উদঘাটন, (গ) কারিগরি ও প্রদর্শন কুশলতা এবং (ঘ) উপকরণের সহজলভ্যতা ও প্রকল্পের ব্যবহারিক সম্ভাবনা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। এই বৈশিষ্ট্যাবলীর নিরিখে বাংলাদেশে প্রতিবছর উদ্ভাবিত হচ্ছে নতুন নতুন সহস্রাধিক প্রকল্প। এই প্রকল্পসমূহ সঠিকভাবে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে একধাপ অনায়াসে এগিয়ে যাবে। এতে একদিকে তরুণ বিজ্ঞানীদের যেমন মেধার স্বীকৃতি দেয়া হবে; অপরদিকে তাদের কাছ হতে আরও নতুন প্রযুক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকবে। বিজ্ঞান মেলা বাংলাদেশের মানুষের মাঝে যেমন বিজ্ঞান সাক্ষরতা সৃষ্টি করতে পারে তেমনি দেশীয় প্রযুক্তিকে দান করতে পারে নতুন মাত্রা।

মোঃ জায়েদুল আলম ফুয়াদ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে